মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর জানা গেল করোনায় আক্রান্ত

মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর জানা গেল করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) কর্মকর্তা জামিনুর রহমান দুদু (৫০)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের সহকারী রেজিস্ট্রার পদে কর্মরত ছিলেন।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে নিজ বাড়িতে তিনি মারা যান। এরপর বেলা ১১টার দিকে তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে বলে নিশ্চিত করেছে তার পরিবার। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক সপ্তাহ যাবত করোনা উপসর্গ ঠাণ্ডা জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে ভুগছিলেন। সোমবার কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা টেস্ট করানো হয়।

মঙ্গলবার সকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান তিনি। এর ১ ঘণ্টা পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফোন করে জানান তার করোনা পজিটিভ ছিল। তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সাদ্দাম হোসেন হল কর্তৃপক্ষ। শোক-বার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে জামিনুর রহমান দুদু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আইন বিভাগের শাখা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৪ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৯৭

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার তাপস কুমার সরকার তথ্য নিশ্চিত করেন।

এনিয়ে জেলায় করোনায় মোট মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো ২০২ জনে। খোঁজ

নিয়ে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৮১ টি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে ১৯৭ জন করোনা শনাক্ত হন। কুষ্টিয়ায় করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণ ঊর্ধ্বগতি থামছে না। হাসপাতালে রোগীর চাপও বাড়ছে। কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত ৬১ হাজার ৯৬৭ জনের সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে ৭ হাজার ৭৩৪ জন করোনা শনাক্ত হন।

হাসপাতালে এখন মোট ভর্তি রোগী সংখ্যা ১৫৪ জন। এদিকে রোগীর বাড়তি চাপ সামলাতে চিকিৎসক-নার্সদের হিমশিম অবস্থা। ক্রমবর্ধমান বাড়তি রোগী জন্য অক্সিজেন সংকট আশংকা করা হচ্ছে।

তবে করোনা রোগীর জীবন বাঁচাতে ও অক্সিজেন সংকট নিরসনে সম্প্রতি কুষ্টিয়া সদর আসনের এমপি মাহবুব-উল আলম হানিফ দুই দফায় ২০০ অক্সিজেন সিলিন্ডার হাসপাতালে পৌঁছে দেন। হাসপাতালে ১০টি বেডের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহসহ ৫৫০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে করোনা চিকিৎসা চলছে। তবে সংক্রমণ ঊর্ধ্বগতি ও ক্রমাগত রোগী বাড়তে থাকায় অক্সিজেন সংকট দেখা দিতে পারে বলে হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের চিকিৎসকরা আশংকা প্রকাশ করেন।

অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহারের পর তা যশোর থেকে রি-ফিল করে এনে পুনরায় করোনা রোগীকে সরবরাহ করতে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। ফলে স্বল্প সংখ্যক অক্সিজেন সিলিন্ডারে রোগী চিকিৎসায় সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কোভিড ডেডিকেটেড এ হাসপাতালটির সব বেডগুলোই সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের আওতায় আসলে এ সংকট দুর হবে বলে চিকিৎসকরা জানান।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আরএমও ডাক্তার তাপস কুমার সরকার জানান, কোভিড ডেডিকেটেড এ হাসপাতালের সম্পূর্ণ বেডগুলো সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার আনার কাজ চলছে। শীঘ্রই তা বাস্তবায়ন হবে বলে তিনি জানান।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫৭ জন

করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৬ জন, গাংনীতে ১৪ জন এবং মুজিবনগরে ৫ জন। দুইটি রেফার।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১১৪টি। তারমধ্যে ৫৭জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৯৭ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৬ জন, গাংনীতে ২০৩ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৮ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ১৭ জন, গাংনী ১৯ জন ও মুজিবনগরে ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে রোগীর স্বজনদের ভীড়

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে ভর্তি থাকা করোনা রোগীদের সংস্পর্শে থাকা স্বজনদের অবাধে চলাফেরা লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায় হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে করোনা রোগীর স্বজনদের ভীড়। অনেকেই রোগীদের স্পর্শ করছেন, পাশে বসে আছেন আবার অনেকে একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্◌েয নেই কোন শারীরিক দুরুত্ব। হাসপাতালে থাকা রোগীদের সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের সকলেই। বিভিন্ন অজুহাতে তাঁরা যখন-তখন রোগীর কাছে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য

সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করছেন না। পাশে বসে রোগীর সাথে কথা বলছেন।

আবার যখন-তখন চিকিৎসক ও নার্সদের কক্ষে ঢুকে পড়ছেন। এতে করে ওই ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাসপাতালের অন্য রোগী, তাঁদের স্বজনেরা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়াও হাসপাতালের বহিঃবিভাগে করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে আসা মানুষগুলো আর সাধারণ রোগীদের কাছে ও যেখানে সেখানে বসে থাকছেন। এদিকে মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, আমরা রোগী ও তাদের স্বজনদের বলি কিন্তু কে শোনে কার কথা। একজন মুমূর্ষ রোগী বা তার স্বজনদের সাথে তো বাকবিতন্ডা করা যায় না। ওখানে আমাদের নার্স আছে, ওয়ার্ডবয় আছে, তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠেনা। করোনার শুরু থেকেই আমরা এখানে একজন পুলিশ অথবা আনসার সদস্য চেয়েছিলাম কিন্তু আজও পাইনি। এব্যাপারে আমরা সবসময়ই সক্রিয় আছি। আসলে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন না হলে তো হয় না। আমরা মাস্কই পরাতে পারলাম না সাধারণ মানুষকে।

হাসপাতালেই কয়জনের মুখে মাস্ক থাকে বলেন, অথচ সকলেই জানে এখানে করোনা আক্রান্ত রোগী আছে, রোগী আসছে, কেউ ভালো হচ্ছে আবার কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে হেরে যাচ্ছি। মানুষ জানে হাসপাতালে করোনা রোগী আছে, অনেকে করোনা রোগীদের কষ্ট দেখছে। এরপরেও মানুষ যদি সচেতন না হয়, তাহলে কিভাবে সচেতন করা যাবে। আমরা মানুষের আচার-আচরণ দেখে খুবই হতাশ।

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ১৮০! মৃত্যু ৯

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৫৪৫টি নমুনা পরীক্ষায় ১৮০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। সোমবার জেলা সিভিল সার্জন ডা. আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

সিভিল সার্জন জানান, ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাপস কুমার সরকার জানান, গতকাল পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ২৫০ শয্যার করোনা ইউনিটে ভর্তি আছেন ১৬৪ জন।

তিনি আরও জানান, জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন ১৬৫১। গত পরশু ছিলেন ১৫৫৬ জন। আগের দিন ছিলেন ১৪১২ জন। এ পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন সাত হাজার ৩৫৭ জন এবং মারা গেছেন ১৯৬ জন।

এদিকে কুষ্টিয়া জেলায় চলমান লকডাউন এখনো বহাল রাখা আছে। গত মধ্যরাত থেকে ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সোমবার ভোর থেকে আবার লকডাউন বাড়ানো হয়েছে।

মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা! একদিনে আক্রান্ত ৮১

মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন।

সোমবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য

নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৭টি। তারমধ্যে ৮১ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন। এদের মধ্যে সদরে ১৫ জন, গাংনী ১৯ জন ও মুজিবনগর ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন বাড়ল ১ জুলাই পর্যন্ত, নতুন শনাক্ত ৬৭

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কুষ্টিয়া জেলায় চলমান লকডাউন বাড়ানো হয়েছে। আপাতত আগামী ১ জুলাই সকাল ছয়টা পর্যন্ত লকডাউন বলবৎ থাকবে বলে জেলা প্রশাসন থেকে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

রোববার রাত আটটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০ জুন রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে জেলাজুড়ে লকডাউন শুরু হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেলায় সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা, শপিং মল, দোকান, রেস্তোরাঁ ও চায়ের দোকান বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় (মুদি) পণ্য ও ওষুধের দোকান সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা রাখা যাবে।

লকডাউন চলাকালে সব পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদনকেন্দ্র বন্ধ থাকবে। আন্তজেলা ও দূরপাল্লার গণপরিবহন বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া ইজিবাইক, থ্রি-হুইলারসহ সব যান্ত্রিক যানবাহন বন্ধ থাকবে। সব সাপ্তাহিক হাট ও গরুর হাট বন্ধ থাকবে। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (ওষুধ ও

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা, চিকিৎসাসেবা, মরদেহ দাফন বা সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে বের হওয়া যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে যাঁরা ঘর থেকে বের হবেন, তাঁদের অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন কৃষি উপকরণ, খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন, ত্রাণবিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, গণমাধ্যম, বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি তেল ও ফায়ার সার্ভিস চালু থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবেন। এদিকে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জানা যায়, গতকাল কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়া জেলার ১২৫ টি স্যাম্পলের টেস্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭টি স্যাম্পলের ফলাফল পজিটিভ এসেছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কুষ্টিয়ায় গত পরশুদিন ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। জেলায় এটিই এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত। লকডাউনের গত ৬ দিনে জেলায় ৭৬৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৩২ জন। চিকিৎসা –সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সঠিক সময়ে লকডাউন না দেওয়া ও বাস্তবায়ন না করায় এমন হতে পারে।

মেহেরপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত ৭৫! মৃত্যু ৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। একই দিনে মারা গেছেন ছয় জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৫৯টি। তারমধ্যে ৭৫জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৩০ জন। তার মধ্যে সদরে ১৭৯ জন, গাংনীতে ১৬২ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুরে করোনায় প্রাণ গেল আরও ৩ জনের

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজনের ও সকাল ১০ টার দিকে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫) ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার রোকন এর স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫)। এ নিয়ে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৩ জনে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মকলেছুর রহমান। এছাড়াও তিনি জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং হলুদ জোনে (করোনা উপসর্গ) আরও ১৬ জন চিকিৎসাধীন আছে।

কুষ্টিয়ায় করোনা পজিটিভ ১৯৫!

মৃত্যু ৫

কুষ্টিয়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে আরও ১৯৫ জন (কোভিড-১৯) করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, (গতকাল) ৫৭৭ টি নমুনার মধ্যে ১৯৫ টি পজিটিভ। যার মধ্যে পিসিআর ল্যাবে ৯৯ টি এবং এন্টিজেন টেস্ট ৪৭৮ টি নমুনার মধ্যে যথাক্রমে ১৯ টি এবং ১৭৬ টি পজিটিভ এসেছে। উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন, দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন,মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।

হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তির সংখ্যা এখানে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। চাপ সামলাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের বেগ পোহাতে হচ্ছে। উপজেলা সদর এমনকি জেলার দূর-দূরান্ত থেকেও করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসছে। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসক ও জনবল যা আছে তা দিয়ে রোগীর চাপ সামাল দেয়া গেলেও এভাবে যদি চাপ বাড়তেই থাকে তাহলে অতিরিক্ত লোকবল প্রয়োজন হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হাসপাতালে অক্সিজেন সংকট দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে জানিয়ে

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার বলেন, ‘যারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হচ্ছে। এদিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিতে এখন আর করোনা ছাড়া অন্য কোনো রোগী ভর্তি নেয়া হচ্ছে না। হাসপাতালটি করোনা ডেডিকেটেড ঘোষণা করে বহির্বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্য রোগীদের পার্শ্ববর্তী ডায়াবেটিস ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বলা হচ্ছে।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে জেলায় নতুন করে ১৯৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ১৮৫ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার ২৩৪ জন। মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮৬ জনে। নতুন করে আক্রান্তের তালিকা উপজেলা ভিত্তিক রিপোর্টে সদরে ৬৩ জন,কুমারখালি ৩৬ জন,দৌলতপুরে ২৪ জন, ভেড়ামারায় ২৯ জন, মিরপুর উপজেলায় ২২ জন, খোকসায় ২১ জন পজিটিভ এসেছে।